প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **ঝিনাইদহ**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **২১ টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলানগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**পঞ্চরত্ন মন্দির** (বিষ্ণু মন্দির)		ঝিনাইদহ সদর নলডাঙ্গা	২৩°২৬'২৭.৭" উ. ৮৯°০৯'৫৪.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ মে, ২০১০ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৯)	ধারণা করা হয় যে, সিদ্ধেশ্বরী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি খ্রিস্টীয় ১৯ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত। পঞ্চরত্ন মন্দিরটি বর্গাকৃতির পাতলা টালি ইট ও চুন-সুরকি ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছে। মন্দিরটি স্থানীয়ভাবে সংস্কার ও মেরামত করায় তার আদি বৈশিষ্ট্য প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে।
২.	**গোরার মসজিদ**		কালিগঞ্জ বেলাট দৌলতপুর	২৩°১৮'১১.২" উ. ৮৯°০৮'৩১.৮" পূ.	সংস্কৃতি ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: এলবি/১এ-২৪/৭৮/৫৪১ ২৪ জুলাই, ১৯৭৮	গোরার মসজিদটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত চার গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। মসজিদের অভ্যন্তরে ফুলেল টেরাকোটায় সজ্জিত এবং মসজিদের বাহিরে দেয়ালে ফুলের টেরাকোটার ছাপ রয়েছে। মসজিদটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫শতকে খান জাহান (র.) আমলের স্থাপত্যশৈলীতে নির্মাণ করা হয়েছে।
৩.	**পাঠাগার ঢিবি (মসজিদ)**	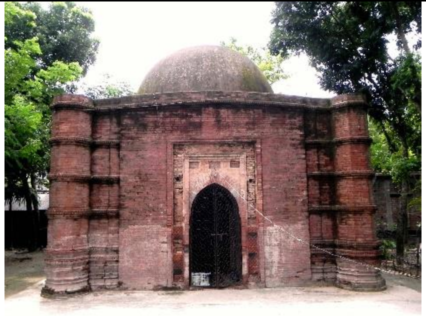	কালিগঞ্জ **বেলাট দৌলতপুর**	২৩°১৮'১৪.৬" উ. ৮৯°০৮'৫৭.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩	পাঠাগার মসজিদটি সুলতানী যুগের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত এক গম্বুজবিশিষ্ট পোড়ামাটির ইটে নির্মিত আয়তাকার মসজিদ। এ মসজিদটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত। এ মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত বর্গাকার মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। পরবর্তীতে প্রাচীন স্থাপত্যশৈলীর আদলে মসজিদটি পুন:নির্মাণ করা হয়।
৪.	**জোড়বাংলা ঢিবি (মসজিদ)**		কালিগঞ্জ **বারবাজার** গ্রাম: দৌলতপুর	২৩°১৮'২১.০" উ. ৮৯°০৮'১১.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৯ এপ্রিল, ১৯৯৩	জোড়বাংলা ঢিবি প্রত্নস্থানটি প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে সুলতানি আমলের এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। স্থাপত্যটি নির্মাণে চুন সুরকি ও ইট ব্যবহার করা হয়েছে। এ মসজিদটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত। পরবর্তীতে প্রাচীন স্থাপত্যশৈলীর আদলে মসজিদটি পুন:নির্মাণ করা হয়।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.	**খড়ের দীঘি (মাতারাণীর দীঘি) ঢিবি**		কালিগঞ্জ **মিঠাপুকুর**	২৩°১৮'০৪.৬" উ. ৮৯°০৯'০৫.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারী, ১৯৯৪	সুলতানি আমলের (খ্রি. ১৫ শতক) কবরস্থান বলে খ্যাত। কবর গুলো নির্মাণে চুন, সুরকি ও ইট ব্যবহার করা হয়েছে। ইটের আকৃতি বর্গাকার। কয়েকটি প্রাচীন কবরের সমন্বয়ে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপত্য গুলো অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে।
৬.	**মনোহর দীঘি ঢিবি (মসজিদ)**		কালিগঞ্জ **সাদিকপুর**	২৬°২১'৫৪.১" উ. ৮৮°৩৮'১৮.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪	সুলতানী যুগে (খ্রি. ১৫ শতক) নির্মিত ৩৫ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। ১৬টি পিলারের বেইজ ক্যাপিটাল এখনও বিদ্যমান। স্থাপত্যটি নির্মাণে চুন-সুরকি ও ইট ব্যবহার করা হয়েছে। ইটের আকৃতি বর্গাকার।
৭.	**বাদেডিহি ঢিবি**		কালিগঞ্জ **বাদেডিহি**	২৩°১৮'১৪.০" উ. ৮৯°০৯'২৫.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪	ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে বাদে ডিহি ঢিবি (কবরস্থান) অবস্থিত। ইট দিয়ে নির্মিত স্থাপত্য কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ এবং প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে ধারণা করা হয় যে, মাটির নিচে প্রাক-মুসলিম আমলের কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যেতে পারে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.	নামাজগাঁও		কালিগঞ্জ বেলাট দৌলতপুর	২৩°১৮'৪৫.৯" উ. ৮৯°০৮'১৫.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪	নামাজগাঁও প্রত্নস্থলটি ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার গলাকাটা মসজিদ থেকে ১ কি.মি. উত্তরে বেলাট দৌলতপুর গ্রামে অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এখানে ৭টি ইট নির্মিত গোরস্থান/সমাধিক্ষেত্রের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। প্রাপ্ত নিদর্শন দেখে এ প্রত্নস্থলটি খ্রিস্টীয় ১৫ শতকের বলে অনুমান করা হয়।
৯.	দমদম ঢিবি		কালিগঞ্জ হাসিলবাগ	২৩°১৮'০৫.১" উ. ৮৯°০৮'৩১.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪	দমদম ঢিবিটি ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার হাসিলবাগ গ্রামে অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক খননে এ ঢিবি থেকে প্রাপ্ত স্থাপত্য কাঠামোগুলো চুন-সুরকি ও ইট দিয়ে নির্মিত। এ ঢিবিটি ইট লুণ্ঠনকারীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাপ্ত নিদর্শন দেখে এ প্রত্নস্থলটি খ্রিস্টীয় ১৫ শতকের বলে অনুমান করা হয়।
১০.	ঘোপের ঢিবি (ঘোপের ঢিবি)		কালিগঞ্জ ঘোপপাড়া	২৩°১৮'০২.২" উ. ৮৯°০৭'৪৪.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪	ঘোপের ঢিবি ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বারোবাজার মৌজার গোপিনাথপুর গ্রামে ভৈরব নদীর তীরে অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক খননে এ ঢিবিটিতে ১টি কবরস্থানের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। এ ঢিবিটি ইট লুণ্ঠনকারীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাপ্ত নিদর্শন দেখে এ প্রত্নস্থলটি খ্রিস্টীয় ১৫ শতকের বলে অনুমান করা হয়।
১১.	সিংদহা আউলিয়া মসজিদ	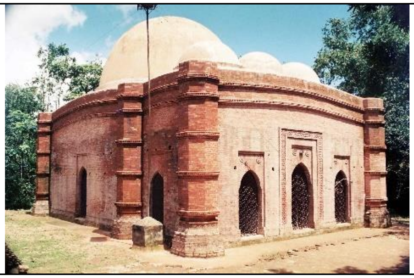	কালিগঞ্জ সিংদহা	২৩°২৫'৫৩.৮" উ. ৮৯°০৬'১৯.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ মে, ১৯৯৬ (৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪৬)	সম্ভবত খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এ মসজিদটি চার গম্বুজবিশিষ্ট। মসজিদটিতে ৬টি অষ্টকোণাকার মিনার রয়েছে। মসজিদটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর দেয়াল গাত্রে বিভিন্ন পোড়ামাটির জ্যামিতিক নকশা শোভিত। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক মসজিদটিতে সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ করা হয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো–অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২.	**সাতগাছিয়া গায়েবানা মসজিদ**	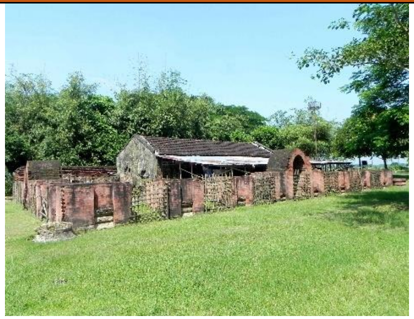	কালিগঞ্জ **সাতগাছিয়া**	২৩°১৮'৫৭.৮" উ. ৮৯°০৭'০৫.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর, ১৯৮৭	সাতগাছিয়া গায়েবানা মসজিদ ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারের সাতগাছিয়া গ্রামে অবস্থিত। নির্মাণকাল আনুমানিক খ্রি. ১৫ শতক। এটি সুলতানী যুগে নির্মিত ৩৫ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ।এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাচীন মসজিদ। স্থাপত্যটি নির্মাণে চুন-সুরকি ও ইট ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক খননকালে এ মসজিদটি উন্মোচিত হয়।
১৩.	**জাহাজ ঘাট**		কালিগঞ্জ **হাসিলবাগ**	২৩°১৭'৫৭.৩" উ. ৮৯°০৮'১২.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪	জাহাজ ঘাট ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার হাসিলবাগ গ্রামে অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক খননে একটি চতুর্ভুজাকৃতির কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে। নদী তীরবর্তী এ কাঠামোর অস্তিত্ব, কাঠামোর প্রকৃতি এবং জনশ্রুতি থেকে ধারণা করা যায় যে, বারোবাজার মুহাম্মাবাদ শহরে সুলতানী যুগে নির্মিত (খ্রিস্টীয় ১৫ শতক) একটি বন্দর ছিল। স্থাপত্যটি নির্মাণে চুন-সুরকি ও ইট ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপত্যটিতে সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ করা হয়েছে।
১৪.	**গলাকাটা দীঘি ঢিবি (মসজিদ)**		কালিগঞ্জ বারবাজার	২৩°১৮'২০.৭" উ. ৮৯°০৮'১৮.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৯ এপ্রিল, ১৯৯৩ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১২০)	গলাকাটা দীঘি ঢিবি (মসজিদ) ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বারবাজার গ্রামে অবস্থিত। ইটের তৈরী আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত মসজিদটি ছয়টি অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উম্মোচিত হয়েছে। মসজিদটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত। এ মসজিদটি পুন:নির্মাণ ও সংস্কার সংরক্ষণ কাজ করা হয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫.	পীর পুকুর ঢিবি (মসজিদ)		কালিগঞ্জ বেলাট দৌলতপুর	২৩°১৮'০৯.১" উ. ৮৯°০৮'৪১.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪	পীর পুকুর মসজিদটি ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বেলাট দৌলতপুরে পীরপুকুর-এর পশ্চিমে অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ১৫ গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। মসজিদের দেয়ালগুলো নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত টিকে ছিল। মসজিদটির চার কোণে অলংকৃত অষ্টভুজ কৌণিক বুরুজ সুষম ব্যবধানে আনুভূমিক বন্ধনী দ্বারা সজ্জিত। আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত এ মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ করা হয়েছে।
১৬.	নুনগোলা ঢিবি (মসজিদ)	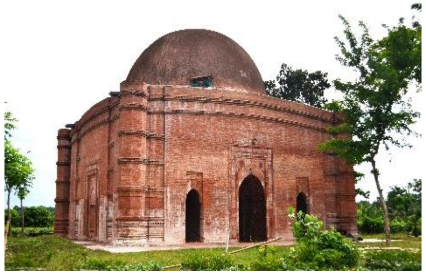	কালিগঞ্জ ফুলবাড়ী	২৩°১৭'৫৩.১" উ. ৮৯°০৮'৪৯.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪	নুনগোলা ঢিবি (মসজিদ) ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়িতে অবস্থিত। নুনগোলা দীঘি নামে পরিচিত একটি বড় আয়তাকার পুকুর পাড়ে অবস্থিত ঢিবিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এক গম্বুজবিশিষ্ট একটি বর্গাকার মসজিদ উন্মোচিত হয়। খননকালে মসজিদের গম্বুজটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং দেয়ালগুলো নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত টিকে ছিল। মসজিদটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত। এ মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক পুন:নির্মাণ ও সংস্কার-সংরক্ষণ করা হয়েছে।
১৭.	শুকুর মল্লিক ঢিবি (মসজিদ)		কালিগঞ্জ **হাসিলবাগ**	২৩°১৭'৫২.৩" উ. ৮৯°০৮'৩৩.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪	শুকুর মল্লিক ঢিবি (মসজিদ) প্রত্নস্থলটি ঝিনাইদহ জেলাধীন কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজার থেকে ৩০০ মিটার দক্ষিণে হাসিলবাগ গ্রামে অবস্থিত। সুলতানী যুগের একগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। চারপাশে ৪টি অষ্টকোণাকার মিনার রয়েছে। স্থাপত্যটি নির্মাণে চুন-সুরকি ও ইট ব্যবহার করা হয়েছে। মসজিদটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত। এ মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক পুন:নির্মাণ ও সংস্কার-সংরক্ষণ করা হয়েছে।
১৮.	খালিশপুর প্রাচীন নীলকুঠি ভবন		মহেশপুর **খালিশপুর**	২৩°২৩'২৮.৮" উ. ৮৮°৫৬'২৯.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৪)	স্থানীয়ভাবে এ পরিত্যক্ত ইমারতটি নীলকুঠি ভবন নামেই পরিচিত। এটি খ্রিস্টীয় ১৯ শতকে নির্মিত অন্যতম ঔপনিবেশিক ভবন বলে ধারণা করা যায়। স্থাপত্যটি নির্মাণে চুন-সুরকি ও ইট, কড়িবর্গা, টালি ব্যবহার করা হয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯.	দিগনগর ঢিবি		হরিনাকুন্ড দিগনগর	২৩°৪০'০২.২" উ. ৮৯°০৩'১৯.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১২ অক্টোবর, ১৯৭৮ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৪৭)	ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ড উপজেলাধীন দিগনগর গ্রামের একটি প্রাচীন জলাশয়ের তীরে ঢিবিটি অবস্থিত। ঢিবির উপরিভাগ থেকে ইট-পাথর সরানো এবং চাষাবাদের ফলে এর উচ্চতা কমে গেছে। তবে ঢিবির ভিতরে প্রশস্ত ভিত্তি দেয়ালের অস্তিত্ব এখনও টিকে আছে। ঢিবির চারদিকে বর্তমানে কৃষিক্ষেত্র। কিন্তু সে অবস্থানেও প্রচুর প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়।
২০.	শাহী মসজিদ		শৈলকূপা দরগাপাড়া	২৩°৪১'১০.৯" উ. ৮৯°১৪'২৮.৬" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: এফ.৪-৪২/৫৮-ই.ভিআই. ০৪ জুন, ১৯৫৮	ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলাধীন দরগাপাড়ায় শাহী মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে অপরিকল্পিত সংস্কারের ফলে মসজিদটির আদিরূপের পরিবর্তন হয়েছে।
২১.	ইলা মিত্রের বাড়ি		শৈলকূপা বাগুটিয়া (রায়পাড়া)	২৩°৩৬'৪৪.০" উ. ৮৯°১৫'৫৪.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৩ মার্চ, ২০১৭ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৪)	ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলাধীন বাগুটিয়া রায়পাড়ায় ইলা মিত্রের পৈতৃক বাড়িটি অবস্থিত। বাড়িটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৯ শতকে নির্মাণ করা হয়েছে। বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্মৃতি নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষিত এ বাড়িটিতে বিদ্যমান স্থাপনার স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য অতি সাধারণ।